২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia

জুন, ২০২৩

ভূমিকা

১ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে। এবারের বাজেটটি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় অর্থবছরের বাজেট এবং পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র প্রায় ষাট শতাংশ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার প্রান্তে প্রস্তাবিত বাজেটে। এবারের বাজেটে চলমান মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানো এবং টাকার অবমূল্যায়ন ঠেকানোর পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার উপর বেশি জোড় দেয়া হয়েছে। তবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর দেয়া ঋণের শর্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই বাজেটের অর্থ সংগ্রহ এবং খরচের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আবার, এই বাজেটটি হতে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনের আগে শেষ বাজেট। গতবারের মত আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশে উর্ত্তীণ করা এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশের কাছাকাছি নামিয়ে আনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ৭ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, বাজেটের সামগ্রিক দিক, সামাজিক খাতের বরাদ্দের চিত্র, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও খাতওয়ারী বরাদ্দের সাথে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাবের একটি সহজবোধ্য বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে করে নাগরিক সমাজের সংগঠন, সাংবাদিক, সাধারণ জনগণ এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগণ প্রয়োজনীয় তথ্যোদি বাজেট বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে পারে।

বৈশ্বিক ও সামষ্টিক প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট' রিপোর্ট অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংকট প্রকট হচ্ছে। সাথে সাথে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির ধীর গতি করোনা পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান মন্দা পরিস্থিতিকে আরো প্রশস্ত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরো এলাকা এবং চীন সকলেই একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সময়কালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক সমস্যাগুলো উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির (Emerging Market and Developing Economies) সম্মুখীন অন্যান্য সম্পর্কিত বাধাগুলো আরও বাড়িয়ে তুলছে। ধীর প্রবৃদ্ধি, কঠিন আর্থিক সংকট পরিস্থিতি, দুর্বহ ঋণ দায় এবং ভু-রাজনৈতিক উত্তাপের মত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও কর্পোরেট ঋণ খেলাপী অবস্থাকে গভীর ঝুঁকি দিকে ফেলছে। ঐ রির্পোটের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ থাকবে বলে ধারণা করেছে। কিন্তু, এডিবি'র 'এশিয়ান ইকোনমিক আউটলুক ২০২৩' রিপোর্টে এই সময়ের প্রবৃদ্ধি হার ৫.৩ শতাংশ থাকবে বলে আশা করেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক পরিস্থিতির সকল ইন্ডিকেটরেই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোভিড মহামারী থেকে বেড়িয়েই চাহিদাজনিত চাপ পাশাপাশি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপি জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বেশ কঠিনভাবেই পড়ছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র

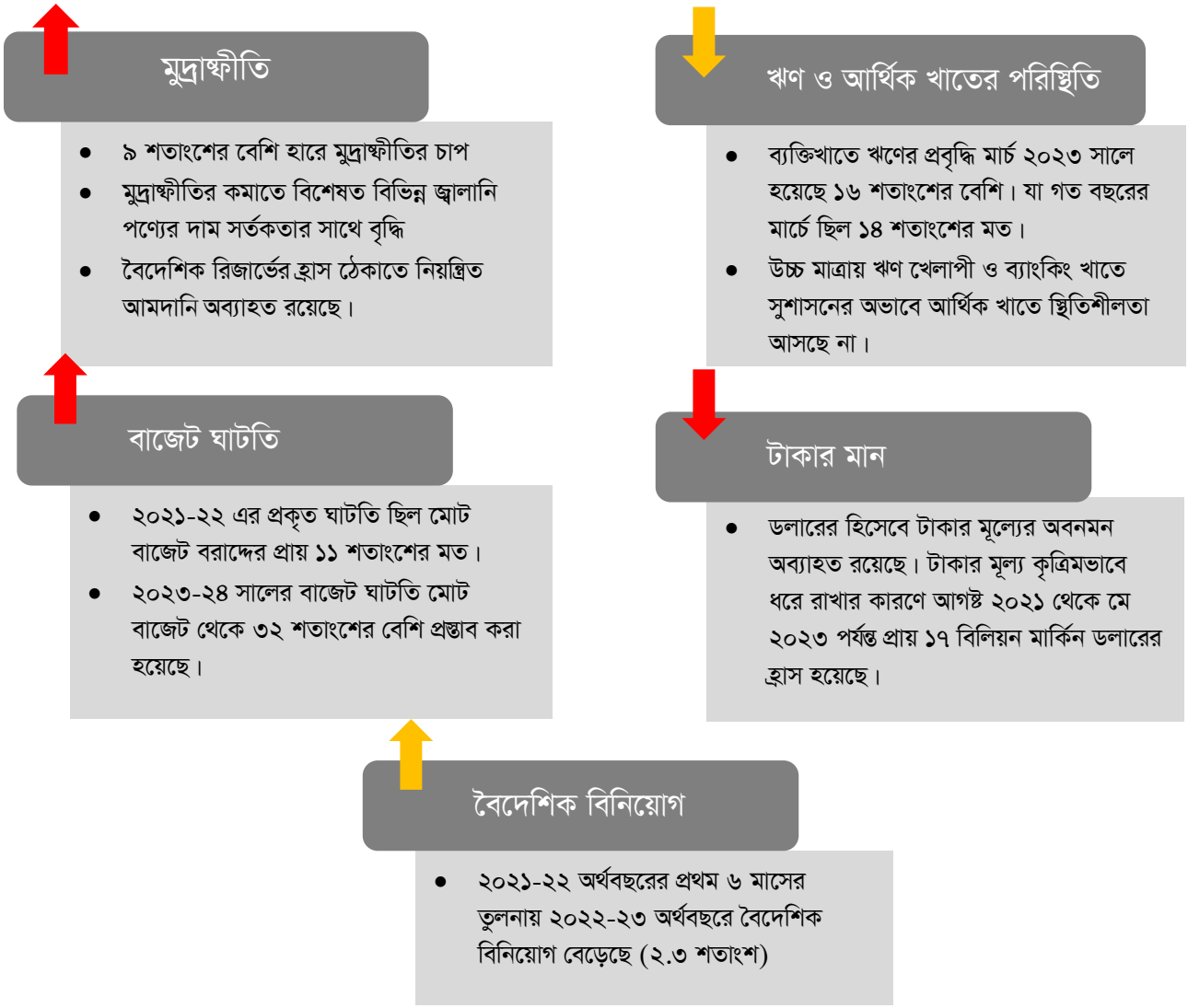

IMF কর্তৃক প্রকাশিত 'ওর্য়াল্ড ইকোনোমিক আউটলুক', এপ্রিল ২০২৩ সালের রির্পোট অনুযায়ী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে এবং দ্রব্যমূল্যের চাপ বৃদ্ধিতে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সর্তকতামূলক সংকুলানমুখী মুদ্রা ও ঋণ নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ঋণাত্মক বাণিজ্য ভারসাম্য এবং রেমিটেন্সের নিম্নমুখী ধারার ফলে গত এক বছরে (মার্চ ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে (১৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে) পাশাপাশি একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৪ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে যে, ডলারের হিসেবে টাকার মূল্যের অবনমন অব্যাহত রয়েছে। টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে ধরে রাখার কারণে আগষ্ট ২০২১ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের হ্রাস হয়েছে। আবার এই কারণে মুডি'স ইনভেস্টর সার্ভিস রেটিংয়ে বাংলাদেশকে বিএ১ থেকে কমিয়ে বি১ নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে আমদানির ক্ষেত্রে খরচ বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে । চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকে আমদানি ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর

চাপ ব্যাপকভাবে বাড়ে গেছে এবং ডলারের সংকট (মুডি'স রিপোর্ট অনুযায়ী ২.৭ মাসের আমদানি ব্যয় করা সম্ভব) তৈরি হওয়ায় বৈদেশিক ঋণ পাওয়া ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। জনগণের উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা বর্তমান সমষ্টিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বাজেট ঘাটতির পরিমাণ মোট বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মত। তাই এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর চাপ কমানোর বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করার পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, রাজস্ব আয়ের বড় টার্গেট দক্ষতার সাথে অর্জনের জন্য কৌশলগত ইনোভেশন করা, এবং সামাজিক খাতের ব্যয়ের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে সংকট মোকাবেলা করার চেষ্টা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাজেটের সামগ্রিক দিক

বহুমুখী সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রার সূচনা ঘোষিত হয়েছে এবারের বাজেটের মাধ্যমে। বছরান্তে বাজেটের আকার ধারাবাহিক ভাবে বড় হচ্ছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটটি জিডিপির ১৫.২ শতাংশ হিসেবে মোট ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৫.৩ শতাংশের একটু বেশি রাখা হয়েছে। বাজেটে আয় ব্যয়ের ব্যবধান প্রায় ২ লক্ষ ৫৮ কোটি টাকার ঘাটতি প্রস্তাব করা হয়েছে। যা আগের মতই সহনীয় মাত্রায় রয়েছে (জিডিপির ৫.১৫ শতাংশ)।

চিত্র ২: এক নজরে প্রস্তাবিত বাজেট

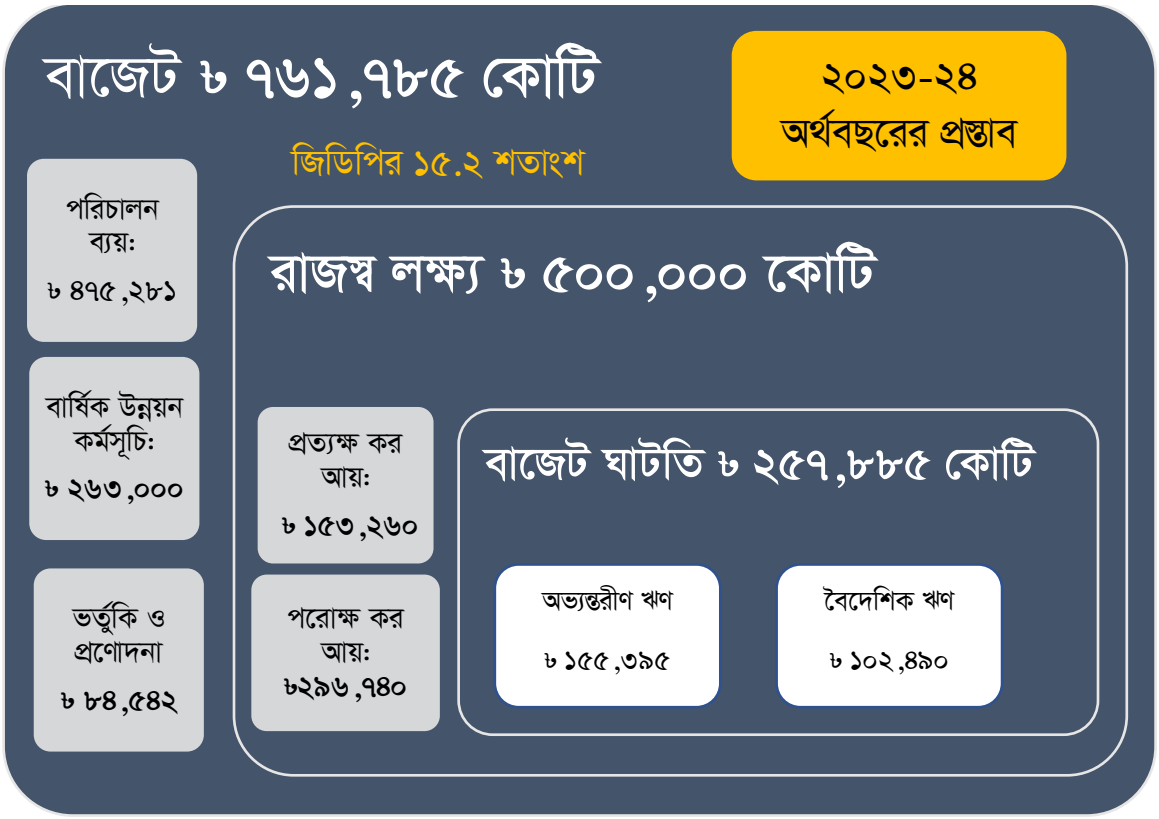

মোট কর আয় আহরণের প্রস্তাব করা হয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিতর তুলনায় এই লক্ষ্যমাত্রা ১৬.২২ শতাংশ বেশি। কিন্তু চলতি বছরের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রাটি তার আগের বছরের সংশোধিতর তুলনায় ১২.১২ শতাংশ

বেশি। এনবিআর বর্হিভূত কর চলতি অর্থবছরের সংশোধিতর থেকে ২ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ২০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্য নির্ধার্রণ করা হয়েছে। এছাড়া কর ব্যতীত রাজস্ব ধরা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা।
ব্যয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, পরিচালন ব্যয় চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ধরা হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫.২৫ শতাংশ।

সামগ্রিকভাবে, এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আহরণ একটা বড় টার্গেট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দেয়া আছে। যার মধ্যে ৩৪ শতাংশের বেশি অংশ আহরণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে প্রত্যক্ষ কর থেকে। বরাবরের মত রাজস্ব আহরণে পরোক্ষ করের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাজার পরিস্থিতি ও মুদ্রাস্ফীতির বর্তমান অসহনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাবদ সাড়ে ৮৪ হাজার কোটি টাকা বেশি রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের প্রবাহের অবস্থা সুবিধাজনক না হওয়ায় বিগত ৫ অর্থবছরের মত বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে, এমন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাজেটের রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির সুসমন্বয় নিশ্চিত করতেই হবে।

উল্লেখযোগ্য সামাজিক খাতে ব্যয়ের চিত্র (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক সুরক্ষা)

সামাজিক খাতের উপর দেশের সাধারণ মানুষের সুষম উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। সামাজিক খাতের উপর প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করার উপর সরকারকে অবশ্যই আর্থিক নীতিতে অর্ন্তভুক্ত করা জরুরি। মোট বাজেটে তিনখাত (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, কৃষি, এবং স্বাস্থ্য) মিলে প্রায় ২৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। যা বিগত পাঁচ বছর ধরে একই রকম রয়েছে। তবে, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অংশ বাদে শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট বাজেট মোট ৮৮ হাজার ১৬২ কোটি টাকা।

চিত্র ৩: সামাজিক খাতে বরাদ্দের অবস্থা

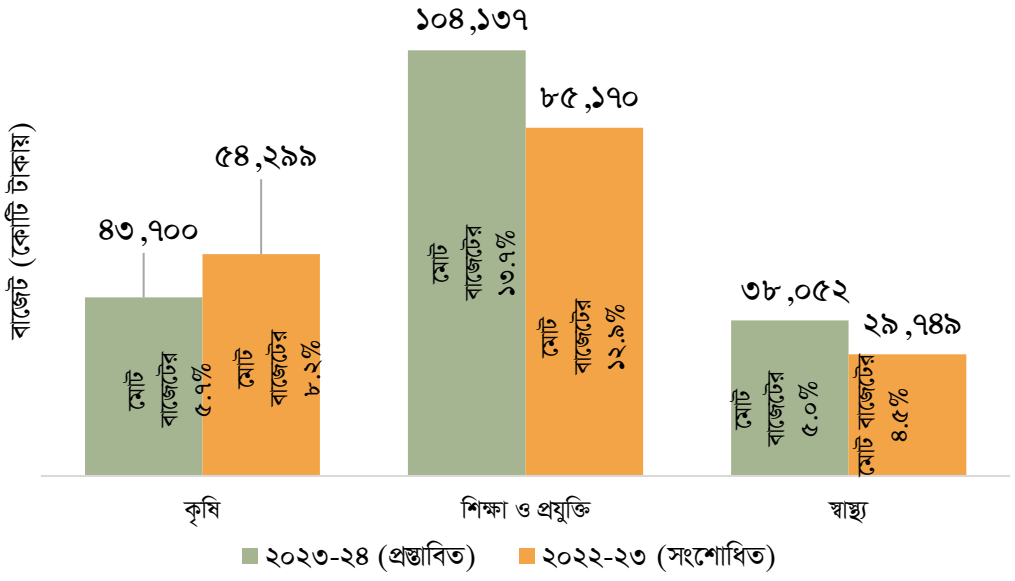

শতাংশ হিসেবে মোট বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ ১২ শতাংশের কাছাকাছি হলেও চলতি বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার মাত্র ৮ শতাংশ। জিডিপির শতাংশ হিসেবেও শিক্ষা বাজেট চলতি অর্থবছর থেকে কমেছে। স্বাস্থ্য খাতে আগামী অর্থবছরের জন্য ৩৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমান ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা বেশি থাকলেও সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৭১০০ কোটি টাকা কমে হয়েছে ২৯ হাজার

৭৪৯ কোটি টাকা। সুতরাং, আগামি অর্থবছরের সংশোধনী বাজেটে টাকার অঙ্কে মোট বরাদ্দ কত হবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ আসে সরকারের বরাদ্দ থেকে আর ৬৮ শতাংশই বহন করতে হয় নাগরিকদের। তাই বাজেটে স্বাস্থ্যের অংশ বাড়ানো গেলে নাগরিকদের ওপর চাপ কিছুটা কমতো।

সামাজিক খাতের ভেতর আরেকটি উল্লেখযোগ্য খাত কৃষি। কোভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি সচল রাখার অন্যতম বড় নিয়ামক কৃষিখাত। সামগ্রিক পরিস্থিতি চিন্তা করে কৃষিখাতে ভর্তুকি বাড়িয়ে চলতি অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমান ৪৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। সার ও জ্বালানির চলমান সংকট ও বিশ্ববাজারে উপকরণের দাম বৃদ্ধির কারণে কৃষিখাতে ভর্তুকি বাড়িয়ে ২৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও লিকেজ কমাতে ২ কোটি কৃষককে স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হবে।

চিত্র ৪: সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দের বিভাজন

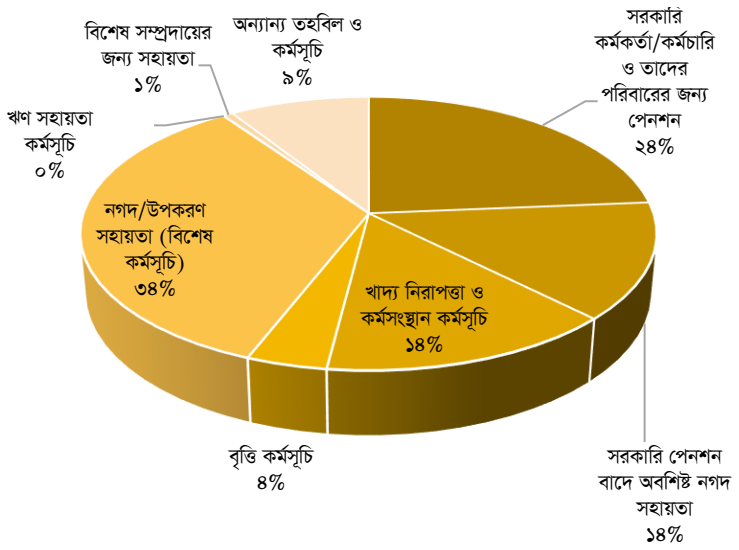

অর্থনৈতিক অস্থিরতার এ সময়ে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বিশেষ মনযোগের দাবিদার। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ চলতি বছরের সংশোধিতর চেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি করা হয়েছে। নগদ সহায়তা পাবেন প্রায় ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ব্যক্তি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ (৫৮ লক্ষ) পাবেন বয়স্ক ভাতা। বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের জন্য কর্মসূচির জনপ্রতি ভাতা ও উপকারভোগির সংখ্যা বেড়েছে। তবে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ নিয়ে ভাবার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন নগদ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশই চলে যাবে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশনে। এই পেনশন বাদ দিলে বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার অংশ ১৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৩ শতাংশ। এবারের বাজেট প্রস্তাবে নতুন কোন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র উল্লেখযোগ্য দিক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হলো সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিল। এটি মূলত উন্নয়ন ব্যয়ের একটি অংশ । এটিকে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের দলিল বলা হয়ে থাকে। এবারের বাজেটে এডিপি ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ১৫ শতাংশের বেশি ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মোট বাজেটের প্রায় ৩৫ শতাংশ।

প্রস্তাবিত এডিপি'তে প্রকল্পের সংখ্যা ১৩৪০টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১১৪৫টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা ৮৩টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৯০টি প্রকল্প। এখানে মোট প্রকল্পের মধ্যে

২৭৪ টি প্রকল্প বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত। এছাড়া প্রস্তাবিত অর্থবছরে এডিপিতে মোট ৩৭ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে।

চিত্র ৫: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (কোটি টাকা)

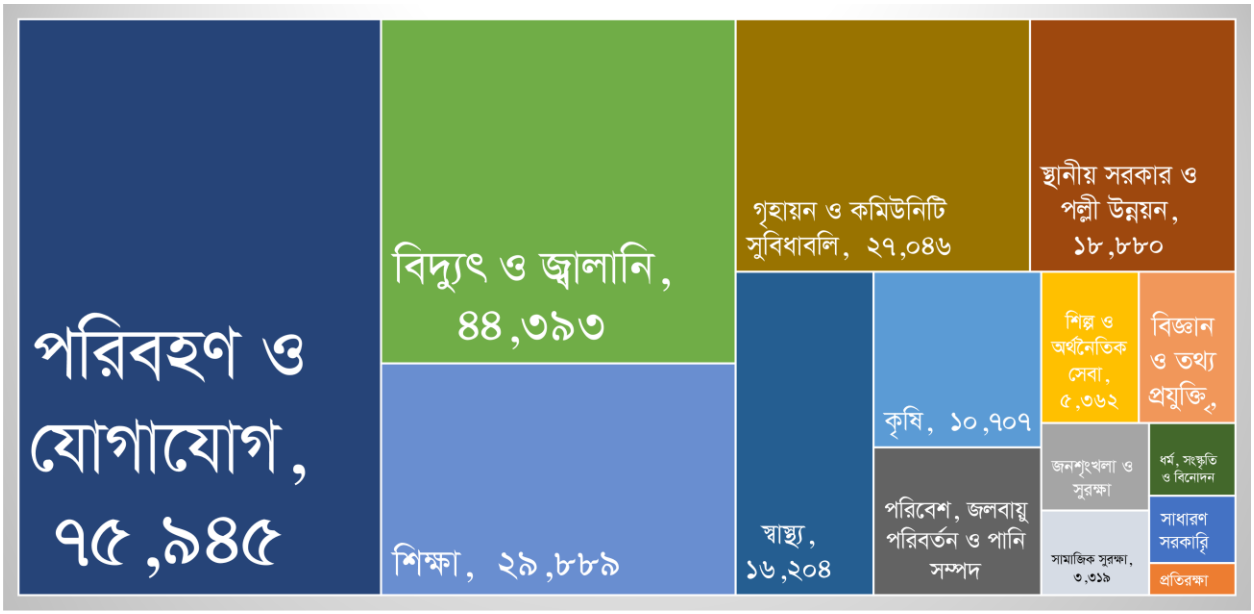

এবারের এডিপিতে থাকা প্রকল্পগুলোর ৩৬ শতাংশ অর্থায়ন করা হবে বৈদেশিক সাহায্য হতে আর বাকিটা হবে নিজস্ব অর্থায়নের উপর। এডিপিতে যেহেতু নিজস্ব অর্থায়ন তুলনামূলক বেশি তাই রাজস্ব আয় তড়ান্বিত করতে না পারলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন হবে। কারণ এডিপি বাস্তবায়ন প্রতি বছরই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়না। আর বরাদ্দ বাড়লেও অনেক প্রকল্প সঠিক সময়ে অর্থের অভাবে ঝুলে থাকে। তবে মোট প্রকল্পের সংখ্যা আগের থেকে কমে গেছে, ফলে কার্যকর বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব বাড়ছে। সঙ্কার বিষয় হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটের ঘাটতি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাণ মোট জিডিপির পাচ শতাংশের উপরে। তাই ঘাটতি অর্থায়নের পুরোটাই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রাখতে হবে।

পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের বাজেট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের ৫০ শতাংশের একটু বেশি, যা গত বছরও ৫৫ শতাংশের উপরে ছিল। কর আহরণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী না হওয়ায় এবং ডলার সংকটের কারণে আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকায় বরাদ্দ ছাড় করার হার কমে গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (২৯%), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (২১%), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (১৮%), নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (২৫%), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (১৭%), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (২৬%) ও ভূমি মন্ত্রণালয় (২২%) এদের এডিপির বরাদ্দের ব্যয় হার ৩০ শতাংশের নিচে। বরাদ্দ ছাড়ের সক্ষমতার বিচারে এই হার খুবই কম। মোট এডিপি ব্যয়ের হার এই সময়কালে অবশ্যই ৮০ শতাংশ হওয়া জরুরি। বরাদ্দ পুর্ণবন্টনের বিষয়টি এখানে চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে।

বাজেটের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং উল্লেখযোগ্য দিক পর্যালোচনা

- ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করা যাবে কি-না তা নিয়ে আলোচনা করাই যায়। তবে এখন প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিতর্কের সময় নয়। বরং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেই নীতিমনযোগ বেশি করে দরকার। চলতি বছরে মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে। তাই আসছে বছরে মূল্যস্ফীতি ৬.০ শতাংশে ধরে রাখার টার্গেটটিকেও চ্যালেঞ্জিং মনে

হচ্ছে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জন করতে হলে মুদ্রানীতিতে বিশ্ববাজারের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। আশার কথা হচ্ছে, বিশ্ববাজারে তো পণ্যমূল্য স্থিতিশীল হয়ে আসছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং ইস্টএশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশেই চলতি বছরের এপ্রিল নাগাদ মূল্যস্ফীতি গড়ে ৩০ শতাংশের বেশি মাত্রায় কমিয়ে এনে একটি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ মুদ্রনীতি গ্রহনের মাধ্যমে জনগনের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

- বাজেটের ব্যয়ের প্রায় ১৯ শতাংশই আসবে অভ্যন্তরীণ ঋণ অর্থায়ণের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৬ থেকে ৭ বছর ধরেই বাজেটে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে এবং ঘাটতি বাজেট অর্থায়নে ব্যাংকিং খাত থেকে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকৃত হিসেবে বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রায় ২০ শতাংশ কম অর্থায়ন হয়েছে। তবে, ২০২১-২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস অর্থাৎ ব্যাংকিং খাত এবং নন-ব্যাংকিং খাতের সঞ্চয়পত্র থেকে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছিই ছিল। যেহেতু এই আগামী অর্থবছরেও ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার টার্গেট নেয়া হয়েছে, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ কমতে পারে। আবার মুদ্রাস্ফীতির চাপের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক রিপো রেট আরো বাড়িয়ে দিলে ব্যাংকগুলোর কস্ট অব ফান্ড বেড়ে যেতে পারে।
- বড় বাজেটের ক্ষেত্রে সবসময়ই যে চ্যালেঞ্জটা লক্ষনীয় তা হল বরাদ্দের বাস্তবায়নের সক্ষমতা। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রথম ৯ মাসে খরচ হয়েছে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৭ শতাংশ কিন্তু উন্নয়ন ব্যয়ে ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে খরচ হয়েছে মাত্র ২৬ শতাংশ। কিন্তু ২০২১-২২ সালে প্রকৃত হিসাবে দেখা যায় যে, আমরা মাত্র ৯৫ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি (মাত্র ৪০ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে) উন্নয়ন ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, এই বছরের পরিচালন ব্যয় মিটিয়ে বাড়তি রাজস্ব আহরণ করতে না পারলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় কমতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই বাজেটে আয় বৃদ্ধির জন্য মানুষের আয় জন্য যেমন কর্মসংস্থান বান্ধব উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে তেমনি রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে মানুষকে আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ব্যয়ের কথা চিন্তা করে ব্যক্তি আয়করের সীমা আগামী অর্থবছরের জন্য সাড়ে তিন লক্ষ প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যক্ষ করের অংশ বাড়ানো জন্য টিআইএনধারীদের সবার জন্য ২,০০০ টাকা আয়কর যদিও অভিনব। এতে করে প্রকৃত আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা নিরুপণে সহজ হতে পারে এবং মানুষের মধ্যে আয়কর পরিশোধের সংস্কৃতি তৈরি হবে বলে আশা করা যায়। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারকে সর্বাত্নক সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে।
- প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে চলতি বছরের ন্যায় মোট বাজেটের ১৪.৭ শতাংশ দেয়া হয়েছে। গত ১০ বছর ধরেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জিডিপির শতাংশ হিসেবেও শিক্ষা বাজেট ছোট হয়ে এসেছে। চলতি বছরে ১.৮৩ শতাংশ থেকে কমে আসন্ন বছরে ১.৭৬ শতাংশ । এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জিডিপির শতাংশ হিসেবে শিক্ষায় বরাদ্দের বিচারে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় পিছিয়ে আছি (দক্ষিণ এশিয়ার গড় ২.৮৫%, আমাদের গড় ১.৯৭%)
- মুদ্রাস্ফীতির এমন অবস্থায় সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে ভাবার সুযোগ রয়েছে। সাধারণত শহর অঞ্চলে মূদ্রাস্ফীতির প্রভাব বেশি পড়ে, তাই নগর দরিদ্রদের কথা চিন্তা করে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নগর দরিদ্রদের খাদ্য সুরক্ষা প্রদানের জন্য চলতি অর্থবছরের ন্যায় কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। একইভাবে তাদেঁর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে শহর কেন্দ্রিক দরিদ্র মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা

কার্ডের ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত। এক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের এক্টরদের সাথে নিয়ে সমন্বিত পদ্ধতিতে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করা সম্ভব।

- আইটি ও আইটিইএস খাতের অপারেটিং সিস্টেম, ডেটাবেজ - সিকিউরিটি সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যার আমদানিতে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের সঙ্গে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তজার্তিক তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বাজারের টিকে থাকতে হলে, এই বিপিও পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা উদ্দ্যোক্তাদের বিকাশে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
- বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের যে বর্ধিত দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে সিগারেট বিক্রি থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আসবে, যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বেশি। তবে তামাক-বিরোধী গবেষক ও নাগরিক সংগঠনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে চলতি অর্থবছরের চেয়ে আরও ৯ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আসতো। এছাড়া অন্যান্য স্তরের তুলনায় নিম্ন স্তরের সিগারেটে কম শুল্ক থাকায় সিগারেট কোম্পানিগুলো বাড়তি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা পাবে।

শেষের কথা

বিশ্বব্যাপি মূদ্রাস্ফীতির চাপ কমাতে শুরু কমেছে। তবে, আমাদিক সামষ্টিক অর্থনীতির পরিবেশ কিছু অস্থিতিশীল রয়েছে। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ভাগের জন্য যে মূদ্রানীতি আসছে, তাতে করে মূদ্রাস্ফীতির চাপ কমানোর সকল ব্যবস্থা থাকবে বলে আসা করা যাচ্ছে। আগামী অর্থবছরটি খুব চ্যালেঞ্জিং হলেও সম্ভাবনা রয়ে গেছে প্রচুর। তাই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য অর্থবছরের মাঝপথেও আমাদের নীতি-কৌশল বদলাতে হতে পারে। তবে যাদের আয় এরই মধ্যে ক্ষয় হয়ে গেছে, পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং যারা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ হারিয়েছেন তাদের পাশে সরকারের উচিত সামাজিক সুরক্ষার আওতায় কর্মসূচির দক্ষতার সাথে টার্গেট করা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে বাজেটের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বাজেট প্রণয়নে মাননীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সীমিত হলেও বাজেট সংসদে উপস্থাপনের পর আলোচনায় এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণে তাদের দায়িত্ব অনেক। কিন্তু এই আলোচনায় অংশগ্রহণে এবং বাজেট পরিবীক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে চাইলে প্রয়োজন বাজেটের খুঁটিনাটি এবং বরাদ্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।

তথ্যসূত্র:

1. International Monetary Fund. “World Economic Outlook, April 2022: War Sets Back the Global Recovery.” IMF, 19 Apr. 2022, www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022.
2. Asian Development Bank (ADB). “Asian Development Outlook (ADO) April 2023” ADB, 19 Apr. 2023, https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-april-2023 .

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত ‘ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক’ এবং ‘আমাদের সংসদ’ প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে “ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড”।

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia